দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..14. JAN.2014.. ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ......

জাবিতে নির্বাচিত ভিসিকে সরিয়ে অনির্বাচিতদের দিয়ে সমাধান!

■ নাজমুল হক জেনিথ

পদত্যাগ করলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন ব্যানারে আন্দোলনের ফলে অবশেষে তিনি পদত্যাগ করলেন। কিন্তু সবার মাঝে একটি প্রশ্নই বার বার আসছে, নির্বাচিত ভিসি হয়েও কেন তাকে পদত্যাগ করতে হলো? তার এই পদত্যাগে সংকটের সমাধান মিলবে তো? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থিতিশীল করতে অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরকে সরিয়ে ভিসির পদে অধ্যাপক আনোয়ারকে নিয়ে আসার পরেও স্থিতিশীলতার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দফা স্থবির হয়ে পড়ে। সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকেও অনেকবার পদক্ষেপ নিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। গত ২০১২ সালের ২০ মে ভিসির দায়িত্ব নেবার পর থেকেই বার বার ব্যাহত হয় অধ্যাপক আনোয়ারের পথ চলা।

ড. আনোয়ার হোসেন

বার বার শিক্ষক আন্দোলনে থেমে যায় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। ফলে অধিকাংশ বিভাগে কয়েকমাসের সেশনজট লেগে যায়। গত ২০ মাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক দফা শিক্ষক আন্দোলন হয়েছে। যার বেশিরভাগটাই শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের। শিক্ষকদের আন্দোলনের পেছনে বেশি সময় ব্যয়ের কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আন্দোলনের নেপথ্যে:

২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মী জুবায়ের আহমেদ প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে নিহত হলে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবি ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দফায় আন্দোলন করে অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১২ সালের ২০ মে নতুন ভিসির দায়িত্ব নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ঘোষণা দেন তিনি। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি নিয়োগ হওয়ায় প্রথম থেকেই শিক্ষকদের বিভিন্ন গ্রুপ মন: ক্ষুণ্ন ছিল। এরপর বিভিন্ন দাবি সামনে নিয়ে এসে শিক্ষক সমিতির ব্যানারে আন্দোলনে নামে শিক্ষকদের বিভিন্ন অংশ। আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরা আন্দোলনে নামলে এতে যোগ দেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা। শুরু হয় বিবৃতি প্রদান, লিফলেট বিতরণ, সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, মৌন মিছিল ও ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের মতো কর্মসূচি। শিক্ষকদের আন্দোলনে পেছন থেকে সাবেক পদত্যাগী এক ভিসি ইন্ধন যোগান বলে অভিযোগ রয়েছে। সবশেষে শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারকে কেন্দ্র করে ভিসির পদত্যাগ দাবিতে ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি দেন তারা। পরে ১৯ জুন ভিসিকে ক্যাম্পাসে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে ২০ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে 'শিক্ষক সমিতি'। এ ঘটনার ৪১ দিন পর তিন শিক্ষক ও এক শিক্ষার্থীর রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু রাখতে ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার ও প্রক্টরকে নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত। এ সময় শিক্ষক সমিতির ব্যানার বাদ দিয়ে 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম' ব্যানারে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষকরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারেননি ভিসি পদপ্রত্যাশী শিক্ষকরা। ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির পদত্যাগ করলে ভিসি হতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন আওয়ামী লীগপন্থী বেশ কয়েকজন শিক্ষক। তখন থেকেই অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখাতে থাকেন ভিসি পদপ্রত্যাশীরা।

ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বিরোধিতা:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ৭৩ এর এ্যাক্ট অনুযায়ী ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ঘোষণা দেন, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। আর এ ঘোষণার বিরোধিতা করে মেয়াদোত্তীর্ণ ডীন, সিন্ডিকেট, সিনেট সদস্য ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের দাবি জানায় শিক্ষকদের তৎকালীন সংগঠন সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদ। পরে হাইকোর্টের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২০ জুলাই ভিসি প্যানেল নির্বাচনে ভিসি নির্বাচিত হন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। এ সময়ও সপ্তাহব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখা হয়। আর এ ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই শিক্ষকরা অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের বিপরীতে অবস্থান নেন।

কেন ভিসির পদত্যাগ দাবি:

ভিসির পদত্যাগ দাবিতে শিক্ষকদের দেয়া অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ও শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় ক্যাম্পাসে ভাংচুরে জড়িতদের বিচার না করা, গণমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মর্যাদাহানীকর বক্তব্য প্রদান, শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে একবার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে পুনরায় তা প্রত্যাহার, শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় 'প্রহসনের বিচার', শিক্ষকদের সম্পর্কে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস, অযোগ্য প্রার্থীকে পদোন্নতি দেয়ার চেষ্টা, ভর্তি কার্যক্রমে অনিয়ম, একাডেমিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দেয়া, প্রক্টোরিয়াল বডির সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করা এবং সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচিত সদস্যকে অপমানিত করা। এর মধ্যে গত ২০১২ সালের ২ আগস্ট ছাত্র সহিংসতার ঘটনার দোষীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ ওঠে ভিসির বিরুদ্ধে। এছাড়া গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি এম্বুলেন্সের অভাবে পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠলে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ ভাংচুরের ঘটনাকে জামায়াত-শিবিরের হামলা বলে মন্তব্য করলে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা অবস্থান নেন। এ ঘটনায় শিক্ষক সমিতি জরুরি সাধারণ সভা করে ভিসির পদত্যাগ দাবি করলে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। সর্বশেষ গত বছরের ৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল কর্তৃক অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্য নুরুল হককে লাঞ্ছনার অভিযোগ ওঠে। এতে শিক্ষকরা এ ছাত্রলীগ নেতার বহিষ্কার দাবি করলে ভিসি মৌখিকভাবে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। এ ঘটনার বিচার না করায় আবারো ভিসির পদত্যাগ দাবি করে শিক্ষক সমিতি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষকরা বিভিন্ন সময় ভিসিকে তার অফিসে বা বাসভবনে বিভিন্ন মেয়াদে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। পরে ৯ অক্টোবর আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপের নেতাকর্মীরা। লাঞ্ছিত হন ভিসিও।

জাবির ইতিহাসে পঞ্চম ভিসির পদত্যাগ:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের আগে এ পর্যন্ত মোট চারজন ভিসি পদত্যাগ করেছেন। এরা হলেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমদ এবং সর্বশেষ অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির। ছাত্রদল নেতা হাফিজের বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে ১৯৯৩ সালের ২৯ জুলাই সিন্ডিকেট নির্বাচন চলাকালে শিক্ষক ক্লাবে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। সে হামলার জের ধরে পদত্যাগ করেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ। ১৯৯৮ সালে ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন এবং ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ভিসি পদ থেকে সরিয়ে দেন অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমদকে। সে আন্দোলনে অগ্রগণ্য ছিলেন তৎকালীন প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েস। পরবর্তীকালে ভিসি হন অধ্যাপক আবদুল বায়েস। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে নির্বাচিত ভিসি অধ্যাপক আবদুল বায়েসকে সরিয়ে অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমদকে নিয়োগ দেন। এতে করে বিএনপি পন্থী শিক্ষকদের মধ্যেই গ্রুপিং তৈরি হয়ে যায়। অধ্যাপক মুস্তাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে ভিসি প্যানেল নির্বাচন দিলে পরাজিত হয়ে পদ ছাড়তে বাধ্য হন অধ্যাপক জসিম। সর্বশেষ ২০১২ সালে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী জুবায়ের নিহত হবার ঘটনায় তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির। সর্বশেষ ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জমা রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বরাবর পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন।

কে হচ্ছেন ভিসি:

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেয়ার পরপরই পরবর্তী ভিসি কে হচ্ছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানা যায় বর্তমান প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক এমএ মতিনকে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। তাকে ভারপ্রাপ্ত ভিসি করে পরে বৈধ সিনেট দিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হতে পারে। এছাড়া অপর প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক আফসার আহমেদের নামও শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ফারজানা ইসলামও রয়েছেন এ তালিকায়। সাবেক ভিসি পন্থীদের পক্ষেও কারো কারো নাম শোনা যাচ্ছে। এ তালিকায় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল আলম রয়েছেন। তবে সময়ের পরিক্রমায় সর্বশেষ কে ভিসি হচ্ছেন তা জানা যাবে।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জানান, চ্যান্সেলর বরাবর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছি। জাহাঙ্গীরনগরকে বাঁচাতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি জানান।